ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্ট-ইম্পোর্ট

জনতা ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।

www.janatabank-bd.com

ফোন ঃ ৯৫৫৯৬২৩,৫৫১১০০০৪

এফ.ডি.সার্কুলার নং-২৭৬

তারিখঃ- ১৪ মার্চ ' ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৩০ ফাল্গুন'১৪২৫ বঙ্গাব্দ

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক/
একান্ত সচিব,সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয়ঃ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির লক্ষ্যে অনুমোদিত গোল্ড ডিলার লাইসেন্স ইস্যু প্রসংগে।

জনাব,

শিরোনামীয় বিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ,বাংলাদেশ ব্যাংক,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা এর এফই সার্কুলার নং-১৩ তারিখ : ২৭ফাল্গুন ' ,১৪২৫বঃ/১১ মার্চ,২০১৯ খ্রীঃ এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ,বাংলাদেশ ব্যাংক,প্রধান কার্যালয়,ঢাকা এর এফই সার্কুলার নং-১৩ তারিখ: ২৭ ফাল্গুন' ,১৪২৫বঃ/১১ মার্চ,২০১৯ খ্রীঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য অত্র ব্যাংকের সকল এডি শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

(মাসফিউল বারী)
উপ মহাব্যবস্থাপক

(মোঃ কামরুজ্জামান খান)
মহাব্যবস্থাপক

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
www.bb.org.bd

২৭ ফাল্গুন, ১৪২৫ বঃ

এফই সার্কুলার নং- ১৩

তারিখঃ-----------------------------

১১ মার্চ, ২০১৯ খ্রীঃ

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনে নিয়োজিত
সকল অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক এবং স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানি করতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়গণ,

স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির লক্ষ্যে অনুমোদিত গোল্ড ডিলার লাইসেন্স ইস্যু প্রসঙ্গে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৯/১০/২০১৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ২৬.০০.০০০০.১০০.৪২.০০৭.১৭-১৬১ (কপি সংযুক্ত) এর মাধ্যমে জারিকৃত স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে উক্ত নীতিমালার ৩.১ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর ৮ ধারার আওতায় স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক এবং স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানি করতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুমোদিত গোল্ড ডিলার লাইসেন্স ইস্যুর লক্ষ্যে আবেদনের যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি, লাইসেন্স নবায়ন ও আমদানি পদ্ধতিসমূহ হবে নিম্নরূপ ঃ

(অ) লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনের যোগ্যতা ঃ অনুমোদিত গোল্ড ডিলার লাইসেন্স পাওয়ার লক্ষ্যে আগ্রহীদের আবেদন দাখিলের জন্য নিম্নরূপ যোগ্যতা/সক্ষমতা থাকতে হবে ঃ

(ক) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঃ

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক হতে হবে;
২।আবেদনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় প্রযোজ্য সকল ধরনের লাইসেন্স/নিবন্ধন/সনদপত্র ইত্যাদি হালনাগাদ থাকতে হবে;
৩। আবেদনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার সংরক্ষণ উপযোগী বুলিয়ন ভল্ট থাকতে হবে ও
৪। আবেদনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে টেলিফোন, মোবাইল, ইমেইল ইত্যাদিসহ উন্নততর নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট দাখিল করা যায়।

(খ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঃ

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে নিবাসী একক মালিকানাধীন, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান কিংবা নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানি হতে হবে;
২। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার সংরক্ষণ উপযোগী বুলিয়ন ভল্ট ও উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে;
৩। আবেদনকারী নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানি হলে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন নূন্যতম ০১.০০(এক) কোটি টাকা হতে হবে;
৪। আবেদনকারী একক মালিকানাধীন বা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান হলে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত হালনাগাদ আয়কর বিবরণী অনুযায়ী নীট সম্পদের পরিমাণ ন্যূনতম ০১.০০(এক) কোটি টাকা হতে হবে;
৫। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত নিরাপত্তা সম্বলিত ন্যূনতম ৭৫০ বর্গফুটের কার্যালয় থাকতে হবে, যাতে আমদানিকৃত স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায়;
৬। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে টেলিফোন, মোবাইল, ইমেইল ইত্যাদিসহ উন্নততর নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে, যার মাধমে বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়মিত রিপোর্ট দাখিল করা যায়;
৭। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় প্রযোজ্য সকল ধরনের লাইসেন্স/নিবন্ধন/সনদপত্র ইত্যাদি হালনাগাদ থাকতে হবে; ও
৮। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ব্যবসায়ী সংগঠনের বৈধ সদস্য হতে হবে।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(আ) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন দাখিলের পদ্ধতি ঃ

(ক) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঃ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির জন্য লাইসেন্স প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর,২০১৯ খ্রিঃ (সোমবার) তারিখের মধ্যে স্ব স্ব অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে আবেদনপত্র মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর বরাবরে দাখিল করতে হবে ঃ

১। অনুমোদিত ডিলারের লাইসেন্সের কপি;

২। ব্যাংক লাইসেন্স এর কপি;

৩। Gold (Procurement, Storage and Distribution Order), 1987 এর আওতায় লাইসেন্স এর কপি

৪। অফিস স্থানের মালিকানা দলিল বা ভাড়াকৃত অফিস হলে ভাড়া চুক্তিনামার কপি;

৫। লাইসেন্স ফি বাবদ মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নামে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার (অফেরতযোগ্য) পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট; ও

৬। আবেদনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ লোকবল, অবকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যোগাযোগ/তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিবরণী (উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ)।

(খ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঃ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির জন্য লাইসেন্স প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ পরিশিষ্ট-গ মোতাবেক আবেদনপত্র আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর,২০১৯ খ্রিঃ (সোমবার) তারিখের মধ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর বরাবরে দাখিল করতে হবে ঃ

১। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি;

২। টিআইএন সনদপত্র, মূসক নিবন্ধন, বিআইএন সনদপত্র, Gold (Procurement, Storage and Distribution Order), 1987 এর আওতায় লাইসেন্স, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনের সদস্যপদের কপি;

৩। আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের সার্টিফিকেট/আয়কর নির্ধারণী আদেশ এবং সর্বশেষ আইটি-১০(বি) এর কপি;

৪। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র;

৫। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক/অংশীদার/পরিচালকগণের বিস্তারিত তথ্যসহ উপযুক্ততা ও যথার্থতা (fit and proper) সম্পর্কে পুলিশ ছাড়পত্র, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তফশিলভূক্ত ব্যাংকের গোপন প্রতিবেদন, আয়কর পরিশোধ প্রত্যয়নপত্র এবং ঋণ প্রতিবেদন (সিআইবি রিপোর্ট);

৬। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ছবিসহ জীবন বৃত্তান্ত;

৭। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানি হলে উক্ত কোম্পানির নিবন্ধন সনদ, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের কপি;

৮। অফিস স্থানের মালিকানা দলিল বা ভাড়াকৃত অফিস হলে চুক্তিনামার কপি;

৯। লাইসেন্স ফি বাবদ মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নামে ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকার (অফেরতযোগ্য) পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট; এবং

১০। ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণীসহ আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যোগাযোগ/তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিবরণী (উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ)।

(ই) লাইসেন্স এর মেয়াদকাল ও নবায়নের পদ্ধতি ঃ লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হতে ২(দুই) বছর পর্যন্ত তার মেয়াদ বলবৎ থাকবে। মেয়াদোত্তীর্নের ৩ (তিন) মাস পূর্বে নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদিসহ মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে নবায়নের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে ঃ

(ক) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঃ

১। লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ২.০০(দুই) লক্ষ টাকার (অফেরতযোগ্য) মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নামে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট;

২। আবেদনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক এর দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় প্রযোজ্য অন্যান্য সকল ধরনের লাইসেন্স/নিবন্ধন/সনদপত্র ইত্যাদির হালনাগাদ কপি।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(খ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঃ

১। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি,

২। আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের সার্টিফিকেট/আয়কর নির্ধারণী আদেশ এবং আইটি-১০(বি) এর কপি,

৩। লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ ২.০০(দুই) লক্ষ টাকার (অফেরতযোগ্য) মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নামে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট;

৪। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় প্রযোজ্য অন্যান্য সকল ধরনের লাইসেন্স/নিবন্ধন/সনদপত্র ইত্যাদির হালনাগাদ কপি।

(ঈ) লাইসেন্স বাতিল ঃ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিলের প্রক্রিয়া হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঃ লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পরিপালনে ব্যর্থ হলে এবং/ অথবা বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৪৭ ও এর আওতায় জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হলে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিলের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

(খ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঃ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পরিপালনে ব্যর্থ হলে এবং/ অথবা বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৪৭ ও এর আওতায় জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হলে কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিলের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

(উ) লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ঃ

(ক) অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঃ

১। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যুকৃত অনুমোদিত গোল্ড ডিলার লাইসেন্স কোন অবস্থাতেই হস্তান্তরযোগ্য হবে না;

২। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসায়িক স্থান পরিবর্তন করতে পারবে;

৩। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানি করার জন্য আবশ্যিকভাবে আমদানি নীতি আদেশ ও অন্যান্য আমদানি বিষয়ক আইন/বিধি পরিপালন করতে হবে;

৪। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বর্ণ ব্যবসার জন্য প্রস্তাবিত কার্যস্থলে অন্য কোন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না;

৫। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারীকৃত অথবা জারীতব্য সংশ্লিষ্ট সকল নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে;

৬। স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ এর নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক Gold (Procurement, Storage and Distribution Order), 1987 এর আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;

৭। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত চাহিদার বিপরীতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির পূর্বে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক প্রত্যেক চালানভিত্তিক স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকারের আমদানি চাহিদা ও পরিশোধিতব্য বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এ বিবেচনায় অনুমোদিত গোল্ড লাইসেন্স প্রাপ্তি প্রতিক্ষেত্রে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির অনুমতি নিশ্চিত করে না; ও

৮। স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় অনুমোদনপত্রে উল্লিখিত শর্তাদি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান পরিপালন করবে।

(খ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঃ

১। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যুকৃত অনুমোদিত গোল্ড ডিলার লাইসেন্স কোন অবস্থাতেই হস্তান্তরযোগ্য হবে না;

২। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসায়িক স্থান (শুধুমাত্র ইস্যুকৃত লাইসেন্সের ঠিকানায় উল্লিখিত সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার মধ্যে) পরিবর্তন করতে পারবে;

৩। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানি করার জন্য আবশ্যিকভাবে আমদানি নীতি আদেশ ও অনান্য আমদানি বিষয়ক আইন/বিধি পরিপালন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্টমস্ এ্যাক্ট এর বিধানাবলী অনুসরণপূর্বক বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;

৪। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ ব্যবসার জন্য প্রস্তাবিত কার্যস্থলে অন্য কোন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না;

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৫। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারীকৃত অথবা জারীতব্য সংশ্লিষ্ট সকল নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে;

৬। স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ এর নির্দেশনা পরিপালন সাপেক্ষে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক Gold (Procurement, Storage and Distribution Order), 1987 এর আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;

৭। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত চাহিদার বিপরীতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির পূর্বে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক চালানভিত্তিক স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকারের চাহিদা ও পরিশোধিতব্য বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এ বিবেচনায় অনুমোদিত গোল্ড লাইসেন্স প্রাপ্তি প্রতিক্ষেত্রে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির অনুমতি নিশ্চিত করে না; ও

৮। স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় অনুমোদনপত্রে উল্লিখিত শর্তাদি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান পরিপালন করবে।

(ঙ) অলংকার রপ্তানি স্কীমের অধীনে স্বর্ণ রপ্তানির লক্ষ্যে স্বর্ণবার আমদানি ঃ অলংকার রপ্তানি স্কীমের আওতায় বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংক টু ব্যাংক ব্যবস্থায় স্বর্ণবার আমদানির জন্য Guidelines for Foreign Exchange Transactions, 2018(Volume-1) এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান/প্রত্যাখ্যান ও পরিদর্শনের ক্ষমতা ঃ লাইসেন্স ইস্যুর পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন করতে পারে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে পরিদর্শনের এবং কোন অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান বা প্রত্যাখানের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে উপরোক্ত নির্দেশনা অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০১২৩

পরিশিষ্ট-'গ'

[অনুমোদিত গোল্ড ডিলার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনপত্র (অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক ব্যতিরেক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য)]
(প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডের মাধ্যমে)

পত্র নং তারিখ ঃ

মহাব্যবস্থাপক
বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

মাধ্যম ঃ .... ব্যাংক, ... শাখা।

প্রিয় মহোদয়,

অনুমোদিত গোল্ড ডিলার লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনপত্র।

আমি/আমরা .... Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর ৮ ধারার আওতায় স্বর্ণবার ও স্বর্ণালংকার আমদানির জন্য অনুমোদিত গোল্ড ডিলার লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি নিম্নে সন্নিবেশ করা হলো ঃ

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ
২। ব্যবসার ধরণ (একক মালিকানাধীন/অংশীদারি/নিবন্ধিত লিমিটেড কোম্পানি) ঃ
৩। টিআইএন নং ঃ
৪। মূসক নিবন্ধন নং ঃ
৫। বিআইএন ঃ
৬। এফই সার্কুলার নং ১৩, তারিখ ১৩/০৩/২০১৯ এর (আ) এর (খ) মোতাবেক উল্লিখিত তথ্য/ডকুমেন্ট/পে-অর্ডার নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ক)
খ)

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্রাদি যথাযথ এবং সঠিক। আমি/আমরা অংগিকার করছি যে, আমাদের অনুকূলে অনুমোদিত ডিলার লাইসেন্স প্রদান করা হলে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ও এর আওতায় জারিকৃত বিধিবিধান এবং প্রযোজ্য অপরাপর সকল প্রযোজ্য আইন/বিধি মেনে চলব।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী ঃ এফই সার্কুলার নম্বর ১৩ তারিখ ১১ মার্চ ২০১৯ মোতাবেক
সংযোজিত দলিলাদি(ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত) ।

(আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/স্বত্বাধিকারীর স্বাক্ষর ও নাম)
পদবী ঃ..............
ফোন ঃ ....
মোবাইল ঃ..........
ইমেইল ঃ............
দাপ্তরিক সীল

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ৮, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রপ্তানি-১ অধিশাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৯ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ২৬.০০.০০০০.১০০.৪২.০০৭.১৭-১৬১—সরকার এতদসংগে সংযুক্ত 'স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮' অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। অনুমোদিত 'স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮' অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাজনীন পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রস্তাবনা

প্রাচীনকাল থেকেই স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার মানুষের কাছে একটি মূল্যবান সম্পদ ও আভিজাত্যের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তরযোগ্য হওয়ায় স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহারের পাশাপাশি উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্ন আয়ের মানুষ আপদকালীন সঞ্চয় হিসেবে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় এবং মজুদ করে থাকে। এছাড়া, উদ্বৃত্ত অর্থ, স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত রাখার প্রবণতাও মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত এবং অন্যান্য কারণে বিদেশ ভ্রমণে গেলেও স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানুষের বেশ আগ্রহ রয়েছে। বংশানুক্রমিকভাবে স্বর্ণের মালিক/অধিকারী হওয়ার সংস্কৃতিও প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে স্বর্ণের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব প্রায় একইরূপ।

বিশ্বের অলংকার উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বেলজিয়ামসহ ইউরোপীয় দেশসমূহ, ভারত, চীন ইত্যাদি অন্যতম। অলঙ্কারের প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে সুইজারল্যান্ড, চীন, ইউকে, হংকং, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, ইউএই, বেলজিয়াম জার্মানি, সিংগাপুর ইত্যাদি অন্যতম। বিশ্বে ২০১৬ সালে মোট অলঙ্কার রপ্তানির পরিমাণ ৬৩৮.৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। হস্ত নির্মিত এবং মেশিনের তৈরি উভয় প্রকারের অলঙ্কারের বিশ্ব বাণিজ্য বিদ্যমান। হস্ত নির্মিত অলঙ্কার বেশ শ্রমঘন এবং মূল্য সংযোজন অনেক বেশি। হস্তনির্মিত অলঙ্কারের প্রায় ৮০% বাংলাদেশ ও ভারতে উৎপাদিত হয়। নানাবিধ কারণে হস্তনির্মিত অলঙ্কার রপ্তানিতে বাংলাদেশ তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্বর্ণ খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ মাত্র ৬৭২.০০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) হতে জানা যায়, ভারত থেকে ২০১৬ সালে অলঙ্কার রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪২.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে ৮০'র দশক থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে অলঙ্কার রপ্তানি সম্ভব হয় নাই। এর পিছনে মূল কারণ হচ্ছে, অলঙ্কার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছে স্থানীয় বাজার অত্যন্ত লাভজনক।

বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত স্বর্ণ, ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যাগেজ রুলের আওতায় আনয়নকৃত স্বর্ণ এবং স্বল্প পরিসরে আমদানিকৃত স্বর্ণ হতে এ খাতের ব্যবসায়ীগণ স্বর্ণ সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীগণ তাদের কাছে মজুদকৃত স্বর্ণের বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেন না বিধায় মজুদকৃত স্বর্ণ প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এছাড়া, দেশে মজুদকৃত স্বর্ণ, বাৎসরিক স্বর্ণের চাহিদা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যও অনুপস্থিত। সংশ্লিষ্টদের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের প্রকৃত চাহিদার পরিমাণ বাৎসরিক সর্বনিম্ন ২০ হতে সর্বোচ্চ ৪০ মেট্রিক টন। এই চাহিদার আনুমানিক ১০ শতাংশ স্বর্ণ তেজাবি স্বর্ণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে এই ধারণার ভিত্তিতে বলা যায় যে প্রতিবছর নতুন স্বর্ণের জন্যে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ১৮-৩৬ মেট্রিক টন যার সিংহভাগ বৈধভাবে আমদানিকৃত স্বর্ণের মাধ্যমে পূরণ হয় না বলে আশংকা করা হয়।

বাংলাদেশ স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশ নয় বিধায় এ খাতটি আমদানি নির্ভর। আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এর বিধান অনুযায়ী The Foreign Exchange Regulation Act 1947 (Act No. VII of 1947) এর প্রদত্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি করার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক The Foreign Exchange Regulation Act 1947 এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের সংশ্লিষ্টতা থাকায় স্বর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে L/C খোলার পরও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিতে হয়। স্বর্ণ আমদানির বিদ্যমান নীতিমালার সাথে এ খাতের ব্যবসায়ীগণ হয়ত খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।

পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের তৈরি অলঙ্কার সামগ্রীর প্রচুর চাহিদা থাকায় এটি একটি রপ্তানি সম্ভাবনাময় খাত। এছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, ব্যাপক পরিসরে স্বর্ণ আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থাকায় এবং স্বল্প আয়তনে উচ্চ মূল্যের আধার হওয়ার কারণে স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মাধ্যমে কর অপরিশোধিত অর্থ/অপ্রদর্শিত অর্থ/অবৈধভাবে সঞ্চিত অর্থ পাচার হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে স্বর্ণের ব্যাপক চাহিদা থাকায় বাংলাদেশ স্বর্ণ চোরাচালান করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে মত প্রচলিত রয়েছে। এ কারণে অর্থনৈতিক বিবেচনায় স্বর্ণখাত বেশ সংবেদনশীল।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, স্বর্ণখাত বাংলাদেশের একটি বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় খাত হওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণ আমদানি ও স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি, স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও লেনদেন, মাননিয়ন্ত্রণ, ক্রয়-বিক্রয়, রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা, দলিলায়ন ও তথ্য সংরক্ষণ, ভোক্তা/ক্রেতা অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি। একটি সার্বিক পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার অভাব এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহলের ধারণা। স্বর্ণখাতকে একটি জবাবদিহিতামূলক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে একটি সামগ্রিক ও সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক, যা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিসহ এই খাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশে যেমন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে তেমনি অদূর ভবিষ্যতে রপ্তানি বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে এ খাত জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

১.০ শিরোনাম :

এই নীতিমালা স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

১.১ স্বর্ণ নীতিমালার লক্ষ্য :

এই নীতিমালার লক্ষ্য হলো স্বর্ণখাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বর্ণ আমদানি, সরবরাহ, সংগ্রহ ও মজুত, ক্রয়-বিক্রয় এবং স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণকল্পে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।

১.২ উদ্দেশ্যসমূহ :

১. দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণের বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং রপ্তানির উদ্দেশ্যে স্বর্ণের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে স্বর্ণ আমদানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং স্বর্ণ আমদানি ও পরবর্তী বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট আমদানিকারক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ;

২. স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে উৎসাহ এবং নীতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ;

৩. স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক/বন্ড সুবিধা যৌক্তিকীকরণ ও সহজীকরণ;

৪. স্বর্ণখাতে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ;

৫. ভোক্তা/ক্রেতা, স্বর্ণব্যবসায়ীসহ এ খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের স্বার্থ সংরক্ষণ;

৬. সকল অংশীজনের অংশীদারিত্ব ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বর্ণখাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

১.৩ প্রয়োগ ও পরিধি :

এই নীতিমালা স্বর্ণ খাতে আমদানি, ব্যবসা ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই নীতিমালা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য সকল এলাকায় প্রযোজ্য হবে।

২.০ সংজ্ঞা :

(ক) "অনুমোদিত ডিলার" অর্থ The Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত অথরাইজড ডিলার ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত ও অনুমোদিত একক মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা লিমিটেড কোম্পানি।

(খ) "অলংকার" বলতে শুধু স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুতকৃত অলংকার এবং স্বর্ণের পরিমাণ নির্বিশেষে স্বর্ণের সাথে হীরক, রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর মিশ্রনে প্রস্তুতকৃত এবং/অথবা সাধারণ পাথর দ্বারা খচিত অলংকার।

(গ) "মূসক কর্তৃপক্ষ" অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর বিধান মোতাবেক নিয়োগকৃত মূল্য সংযোজন কর্তৃপক্ষ।

(ঘ) "মূসক নিবন্ধিত" অর্থ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর বিধান মোতাবেক নিবন্ধিত।

৩.০ বাংলাদেশে স্বর্ণ আমদানি সহজীকরণ সম্পর্কিত বিধানাবলি :

৩.১ বর্তমান স্বর্ণ আমদানি রীতি ও পদ্ধতির অতিরিক্ত হিসেবে দেশের অভ্যন্তরীণ স্বর্ণালঙ্কারের চাহিদা পূরণকল্পে অনুমোদিত ডিলারের মাধ্যমে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানির নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। অনুমোদিত ডিলার নির্বাচনের কার্যক্রম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পন্ন করা হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এতদুদ্দেশ্যে গাইডলাইন বা নির্ধারিত নির্ণায়ক নির্ধারণ করবে।

৩.২ অনুমোদিত ডিলার সরাসরি স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানি করবে।

৩.৩ অনুমোদিত ডিলার স্বর্ণবার, আমদানির সময় বন্ড সুবিধা গ্রহণ করে স্বর্ণ আমদানি করতে পারবে। সেক্ষেত্রে স্বর্ণবার আমদানি করার নিমিত্ত অনুমোদিত ডিলারকে আবশ্যিকভাবে আমদানি নীতি আদেশ এবং কাস্টমস এ্যাক্ট এর বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৩.৪ অনুমোদিত ডিলার স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীদের চাহিদার ভিত্তিতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানি করতে পারবে।

৩.৫ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী হতে প্রাপ্ত চাহিদার বিপরীতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানির পূর্বে অনুমোদিত ডিলার চালানভিত্তিক সম্ভাব্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করে উক্ত ব্যয় পরিশোধের বিষয়ে অনাপত্তি গ্রহণ করবে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অনাপত্তি বিষয়ে অবহিত করবে।

৩.৬ অনুমোদিত ডিলার সাইট ঋণপত্র, ডেফার্ড ঋণপত্র (৯০ দিনের মধ্যে বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে), চুক্তি/টিটি (৯০ দিনের মধ্যে বিলম্বে মূল্য পরিশোধের শর্তে), কিংবা কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানি করতে পারবে।

৩.৭ মূসক নিবন্ধিত প্রকৃত স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী অনুমোদিত ডিলারের নিকট হতে স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করতে পারবে। তবে স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে একইসঙ্গে Gold (Procurement, Storage and Distribution Order), 1987 এর আওতায় জেলা প্রশাসকের নিকট হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে। অধিকন্তু এসব প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীকে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত ব্যবসায়ী সমিতির বৈধ সদস্য হতে হবে।

৩.৮ ফরমাশকারী স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের চাহিদা অনুমোদিত ডিলারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে অনুমোদিত ডিলারের নিকট প্রদান করবে। অনুমোদিত ডিলার প্রতিবার স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চাহিদা দাখিলের জন্য বলতে পারে। চাহিদাপত্র দাখিলকালে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে ক্রয়তব্য পরিমাণ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের সে সময়ের আমদানি মূল্যের কমপক্ষে ৫% জামানত হিসেবে অনুমোদিত ডিলারের নিকট জমা দিতে হবে। এ অর্থ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার গ্রহণকালে স্বর্ণের মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৩.৯ অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক স্বর্ণবার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে চাহিদাপত্র গ্রহণকালে ফরমায়েশ প্রদানকারী স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীর নিকট থেকে পরিশিষ্ট-ক মোতাবেক ফরমায়েশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী মাসের স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের প্রারম্ভিক মজুদ, ক্রয় বা সংগ্রহ, স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় বা সরবরাহ, স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের সমাপনী মজুদ ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ঘোষণাপত্র, যা সংশ্লিষ্ট মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত, আবশ্যিকভাবে সংগ্রহ করবে। মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন অনলাইনে প্রাপ্তিতে অনুমোদিত ডিলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

৩.১০ অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের আমদানি ও বিক্রয়ের সময়ে প্রযোজ্য শুল্ক কর আইনানুগভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

৩.১১ অনুমোদিত ডিলার এবং স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ীক কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাস্টমস এ্যাক্ট ও মূল্য সংযোজন কর আইন এবং তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ করা হবে।

৪.০ **স্বর্ণ বাজারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ :**

৪.১ (ক) অলংকার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীকে দেশের অভ্যন্তরে স্বর্ণ/অলংকারের ব্যবসা করার জন্য বলবৎ আইনসমূহের অধীন লাইসেন্স/নিবন্ধন/সনদ [যেমন: মূসক নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর নিবন্ধন, Gold (Procurement, Storage and Distribution Order), 1987 এর অধীন ব্যবসায়িক লাইসেন্স, ইত্যাদি] গ্রহণ করতে হবে।

(খ) এই নীতিমালা জারির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নীতিমালা জারির তারিখে সকল মূসক নিবন্ধিত অলংকার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী পরিশিষ্ট-খ মোতাবেক মজুদ স্বর্ণ, হীরক, রৌপ্য, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তুতকৃত অলংকার মজুদ সম্পর্কিত ঘোষণা সংশ্লিষ্ট মূসক কার্যালয়ে দাখিল করবেন ; এবং পরবর্তীতে প্রতি মাসে স্বর্ণ, হীরক, রৌপ্য, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তুতকৃত অলংকার ইত্যাদির সংশ্লিষ্ট মাসের প্রারম্ভিক মজুদ, ক্রয় বা সংগ্রহ, বিক্রয় বা সরবরাহ, সমাপনী মজুদ ইত্যাদির তথ্য মাসিক দাখিল পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট মূসক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন।

৪.২ স্বর্ণ, হীরক, রৌপ্য, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু এবং অলংকারের পাইকারী ও খুচরা বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে 'ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার' (ইসিআর)/ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার ব্যবস্থা/মূসক চালানোর ব্যবহার প্রচলন করতে হবে।

৪.৩ স্বর্ণ খাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী যারা মূসক ও কর এর আওতাভুক্ত এবং Gold (Procurement, Storage and Distribution Order), 1987 এর অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত এসোসিয়েশনের সদস্য শুধু তারাই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত ডিলারের নিকট হতে চাহিদার বিপরীতে স্বর্ণবার সংগ্রহ করতে পারবে।

৪.৪ সর্বশেষ বছরে বিক্রিত অলংকারের বিপরীতে মূসক চালানে উল্লিখিত অলংকারের পরিমাণ অনুযায়ী চাহিদা নিরূপণ করে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণবার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অনুমোদিত ডিলার হতে সরবরাহ করা যাবে।

৪.৫ গ্রাহকের নিকট হতে রিসাইকেল্ড স্বর্ণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বিধানের লক্ষ্যে উক্ত গ্রাহক/বিক্রেতার জাতীয় পরিচয় পত্র/পাসপোর্ট এর কপি এবং পূর্ণাংগ যোগাযোগের ঠিকানা সংরক্ষণ করতে হবে।

৪.৬ অলংকার খাত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ীকে মূসকের আওতাধীন হতে হবে।

৫.০ স্বর্ণমান প্রণয়ন, যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ :

৫.১ সরকার স্বর্ণের জন্য নিজস্ব মান প্রণয়ন করবে।

৫.২ সরকারি মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা অথবা সরকার বিবেচিত অন্য যে কোনো কর্তৃপক্ষের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ('ল্যাবটেস্ট' বা 'ফায়ার টেস্ট' ও 'হলমার্ক টেস্ট' সুবিধাসহ) স্বর্ণ মান যাচাই ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের পরিমাণ যাচাই নিশ্চিতকরণে পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা/আপগ্রেডেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং এ সকল মান যাচাই কেন্দ্রের বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হতে এ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণ করতে হবে।

৫.৩ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে হলমার্ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৫.৪ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হলমার্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে।

৫.৫ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়মানুযায়ী স্বর্ণ/স্বর্ণালঙ্কারে খাদের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৬.০ ভোক্তা-স্বার্থ নিশ্চিতকরণ :

৬.১ বিক্রয় চালানে বিক্রিত অলংকারে মান (ক্যারেট) পাথর, মজুরি, মূসক ও প্রযোজ্য অন্যান্য কর এবং মূল্যের তথ্য পৃথক ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৬.২ বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয় স্মারকের (ক্যাশ মেমো) সাথে স্বর্ণালঙ্কারে হলমার্ক স্টিকার প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।

৬.৩ ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে ভোক্তা সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে ও পরিবীক্ষণ পরিচালনা করবে।

৭.০ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের অনানুষ্ঠানিক (**Informal**) আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ :

৭.১ স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কারের বৈধ ও আনুষ্ঠানিক আমদানি ব্যতিত সকল ধরনের অনানুষ্ঠানিক আমদানি নিরুৎসাহিত করা হবে।

৭.২ কোন বাংলাদেশি মহিলা যাত্রী কর্তৃক বিদেশ হতে নির্ধারিত পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার পরিধানপূর্বক আনয়নের ক্ষেত্রে ডিউটি ধার্য করা হবে না। প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাগেজ রুল সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮.০ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিতে প্রণোদনা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাসমূহ :

৮.১ মূসক ও ট্যাক্সের আওতায় নিবন্ধিত বৈধ স্বর্ণ ব্যবসায়ীগণের অনুকূলে স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিকারক হিসেবে রপ্তানি সনদ প্রদান করা হবে।

৮.২ শুধমাত্র নিশ্চিত (Confirmed) ও স্বচ্ছ এবং বিশ্বাসযোগ্য রপ্তানি আদেশের চাহিদার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণবার সরবরাহ করা হবে।

৮.৩ বৈধভাবে স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি উৎসাহিত করতে রপ্তানিকারকদেরকে স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতসহ বিভিন্ন প্রকারের প্রণোদনামূলক বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮.৪ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮.৫ রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত স্বর্ণালঙ্কারে আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য ধাতু অবচয়ের পরিসীমা প্রতিপালন করতে হবে।

৮.৬ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির ক্ষেত্রে হলমার্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক হবে।

৮.৭ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির ক্ষেত্রে বন্ডেড ওয়্যারহাউজিং সুবিধা দেওয়া হবে।

৮.৮ হস্তনির্মিত ও মেশিনে তৈরি অলংকার রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮.৯ স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানিকারকগণের অনুকূলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দ বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বিবেচনা করবে।

৮.১০ রপ্তানি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষে রপ্তানি সংক্রান্ত সকল তথ্য-বন্দর কাস্টমস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসহ সকল পর্যায়ে সমন্বিতভাবে সংরক্ষণ এবং রপ্তানির পূর্বে স্বর্ণালঙ্কারের পরিমাণ (ওজন) ও মানযাচাই নিশ্চিতকরণ করা হবে।

৮.১১ বিশেষ উন্নয়নমূলক ও রপ্তানিমুখী শিল্পখাত হিসেবে রপ্তানি নীতিতে প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রদানের সুপারিশ প্রেরণ করা হবে।

৯.০ স্বর্ণখাতের তথ্য সংরক্ষণ:

বাংলাদেশ ব্যাংকে দেশের স্বর্ণখাত সংশ্লিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে বাৎসরিক চাহিদা, আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয়, দোকান সংখ্যা, রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ, বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণের পরিমাণ, নিলামে স্বর্ণ বিক্রির পরিসংখ্যান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১০.০ কর্মপরিকল্পনা :

কাজের বিবরণ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর
দেশের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি চাহিদা পূরণকল্পে স্বর্ণ আমদানিকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক মনোনীত ডিলার, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)।
স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের মান, ওজন, মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি, ক্রয়-বিক্রয়, রপ্তানি, ভোক্তা/ক্রেতা স্বার্থ রক্ষার্থে নিয়মিত বাজার পরিদর্শন।	কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর কমিশনারেট, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ।
স্বর্ণমান প্রণয়ন, যাচাই, নিয়ন্ত্রণ এবং হলমার্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি), বিএসটিআই, ইপিবি এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ।
ডিউটি ড্র-ব্যাক প্রদান ও বন্ড সুবিধা সহজীকরণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে প্রাপ্য সুবিধা প্রদানে সুপারিশ প্রদান।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
আমদানি, রপ্তানি, মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও বিনিময়।	বন্দর কাস্টমস, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট ডিলার এবং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনসমূহ।
স্বর্ণখাতে কেন্দ্রীয় তথ্য সংরক্ষণ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা।	বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ৩.৯ মোতাবেক)

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :
মূসক নিবন্ধন নং :

স্বর্ণবার এবং স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয় বিবরণী

মাস : বছর :

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যারেট	প্রারম্ভিক মজুদ				ক্রয়/সংগ্রহ		স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয়/ সরবরাহ		সমাপনী				মন্তব্য
			স্বর্ণপিণ্ড		অলংকার						স্বর্ণপিণ্ড		অলংকার		
			ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	ওজন (গ্রাম)	মূল্য (টাকা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)
১।	স্বর্ণপিণ্ড														
	মোট														
২।	স্বর্ণালঙ্কার (রিসাইকেল্ড)	২৪													
		২২													
		২০													
		১৮													
	মোট														
	সর্বমোট														

আমি জনাব (নাম ও পদবি), ঘোষণা করিতেছি যে, এই বিবরণীতে প্রদত্ত সকল তথ্যাদি সঠিক ও সত্য। আরো ঘোষণা করিতেছি যে, বিবরণীতে উল্লিখিত ক্রয়/বিক্রয়ের বিপরীতে প্রযোজ্য সকল শুল্ক-কর ও ফি সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হইয়াছে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের উপর্যুক্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট মাসের মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্রের সাথে যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গিয়েছে এবং উল্লিখিত বিক্রয়ের বিপরীতে প্রযোজ্য ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা হইয়াছে।

বিভাগীয় কর্মকর্তা
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ...।

পরিশিষ্ট-খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[স্বর্ণ নীতিমালা, ২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ৪.১ (খ) মোতাবেক]

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :
মূসক নিবন্ধন নং :

স্বর্ণ, হীরক, রৌপ্য, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তুতকৃত অলংকার এর মজুদ সম্পর্কিত ঘোষণা
০১ মাস ২০১৮ তারিখে

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যারেট	০১ মাস ২০১৮ তারিখের মজুদ			মন্তব্য
			ওজন (গ্রাম)	দর	মূল্য (টাকা)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	স্বর্ণপিণ্ড					
	মোট					
২।	স্বর্ণালংকার (রিসাইকেল্ড)	২৪				
		২২				
		২০				
		১৮				
	মোট					
	হীরক					
	রৌপ্য					
	অন্যান্য মূল্যবান ধাতু					
	মোট					
	মূল্যবান পাথর					
	মোট					
	সর্বমোট					

আমি জনাব (নাম ও পদবি), ঘোষণা করিতেছি যে, এই বিবরণীতে প্রদত্ত সকল তথ্যাদি সঠিক ও সত্য।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর :
নাম :
পদবী :

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের উপর্যুক্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট মাসের মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্রের সাথে যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গিয়েছে।

বিভাগীয় কর্মকর্তা
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, ...।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd